200

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP 09 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সেনা ক্যাম্পে নিয়ে ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত বরগুনা

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বরগুনার সেনা ক্যাম্পে আটক করে কলেজ ছাত্র কামরুজ্জামান সবুজকে নির্মম নির্যাতনের ঘটনায় শহরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ রেছে। শহরে দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল বের হচ্ছে। মিছিলকারীরা দোষী সেনা সদস্যের শাস্তি দাবি করেছে। ঘটনা তদন্তের জন্য এলাকার সেনা সদস্যের দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর আফজাল তারেক বরগুনায় আসছেন।

বরগুনা হাসপাতালে সবুজ কিছুটা সুস্থ হলে নির্যাতনের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেছে। সবুজ বরগুনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সম্মান শ্রেণীর ছাত্র এবং বরগুনা সিরাজউদ্দিন মিলনায়তনের সামনে একটি গ্যাস বিতরণ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট। সবুজ প্রায় ১০ বছর ধরে হৃদরোগী। সে গত ৭ই সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় বিআরটিসি বাসে করে তার চাচি ও ভাই-বোনসহ বরিশাল রওনা হয়। বাসে উঠেই দেখে তার সিটে সাদা পোশাকে এক সেনা সদস্য বসা। তাকে তার আসন ছেড়ে দিতে বললে দু পক্ষে কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় বাসের কন্ডাক্টর এসে সবুজের আসন সঠিক বলে তাকে আসন ছেড়ে দিতে বলে। এর মধ্যে বাসটি ছেড়ে বরগুনা স্টেডিয়ামে অবস্থানরত সেনা ক্যাম্পের সামনে এলে বাসে অবস্থানরত সেনা সদস্য একরামুল হক (নং-১৪৩৫৪৫) বাস থামিয়ে অন্য সেনা সদস্যদের ডাকে। প্রায় ১ ঘন্টা বাসটি থামিয়ে সেনা সদস্যরা পোশাক পরে পুরো যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়। বাস থেকে সবুজকে টেনে নামায় এবং তাকে স্টেডিয়ামের অফিসের দোতলায় নিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে। প্রহারের পর সেনা সদস্যরা একটি সাদা কাগজ সবুজকে দিয়ে তাতে দস্তখত দিতে বলে। সবুজ দিতে অস্বীকার করলে তার উপর আবার মধ্যযুগীয় নির্যাতন চালানো হয়। খবর শুনে এলাকায় শত শত লোক জমায়েত হয়। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে ঘটনাস্থলে পাঠান। জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার, পি.পি আবুল কালাম আজাদ এডভোকেট, এলাকার কমিশনার নূরুল হুদা টিংকু ঘটনাস্থলে গেলে তাদের সাথেও সেনা সদস্যরা দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে সবুজকে উদ্ধার করে, সবুজ তখন প্রায় জ্ঞানশূন্য। এ নিয়ে শহরে সাথে সাথে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, মিছিল বের হয়, হাসপাতালে মানুষের ঢল নামে। ৮ই সেপ্টেম্বরও শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জেলা প্রশাসনে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সবুজ নির্যাতনের ঘটনায় বরগুনা থানায় ২টি মামলা দায়ের করা হয়; কিন্তু পুলিশ মুমূর্ষু সবুজকে গ্রেফতার করে চিকিৎসাধীন অবস্থায়।